দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 29 MAR 1988
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

দৈনিক
ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ১৫ই চৈত্র, ১৩৯৪

প্রশ্নপত্রে বিভ্রান্তি

এবারের এস এস সি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে একের পর এক ভুল ও বিভ্রান্তির খবর পাওয়া যাইতেছে। অংকের প্রশ্নপত্রে ভুলের জন্য ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বোর্ডের এক তথ্যবিবরণীতে প্রশ্নপত্রে ভুল সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়া বলা হইয়াছে, এজন্য পরীক্ষার্থীদের কোনো খেসারত দিতে হইবে না। নিয়ম অনুযায়ী সরল অংকটি যাহারা বন্ধনীসহ এবং যাহারা বন্ধনী ছাড়া সমাধান করিয়াছে তাহারা সকলেই পূর্ণ নম্বর পাইবে। কর্তৃপক্ষ প্রশ্নপত্রে ভুল সম্পর্কে মুদ্রণ প্রমাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যাখ্যা যাহাই দেওয়া হউক, তাহার পরও যে প্রশ্নটি থাকিয়া যাইতেছে তাহা হইল পরীক্ষার্থীদের কি ইতিমধ্যেই অনেক খেসারত দিতে হয় নাই? ভুল প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের কি অবস্থা হইতে পারে তাহা বোধ করি কাহাকেও অধিক বুঝাইয়া বলার প্রয়োজন নাই। এস এস সি পরীক্ষা কোমলমতী ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। পরীক্ষার হলে একেবারেই নার্ভাস বা বিচলিত হয় নাই এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। আমাদের দেশের পরীক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচীর জটিলতার কারণে পরীক্ষা ব্যাপারটাই পরীক্ষার্থীদের কাছে একটি ভীতিপ্রদ বস্তু। তাহার উপর অংক পরীক্ষার মতো একটি জটিল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সরল অংককে যদি বন্ধনীর মারপ্যাচে এমন দুরূহ করিয়া তোলা হয় তাহা হইলে পরীক্ষার্থীদের মাথা ঘুলাইয়া যাওয়া বিচিত্র কিছু নয় এবং তাহার ফলে পরবর্তী প্রশ্নগুলিও যদি কেহ ক্রমাগত ভুল করিতে থাকে তাহাতেও অবাক হওয়ার কিছু নাই। বলা বাহুল্য, এমনকি এই মানসিক চাপ পরের পরীক্ষাগুলিতেও প্রতিফলিত হইতে পারে। সুতরাং ব্যাখ্যা বা দুঃখ প্রকাশই যে যথেষ্ট নয় তাহা বোধ করি না বলিলেও চলে।

কিন্তু ইহার চাইতেও বিস্ময় ও বেদনার ব্যাপার হইতেছে ভুলের এই ঘটনা কেবল অংকের প্রশ্নপত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। গত মঙ্গলবারে বীজগণিতের প্রশ্ন লইয়াও সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ভূগোলের প্রশ্নপত্রের একটি প্রশ্ন লইয়াও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ভূগোল ও বীজগণিতের এই বিভ্রান্তি সম্পর্কিত বিস্তারিত খবর পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে। এ ব্যাপারে অবশ্য এখন পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃপক্ষের কোনো মতামত জানা যায় নাই। ভুল বা বিভ্রান্তি লইয়া বিস্তৃত আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ইহার খুঁটিনাটি বিষয় বোর্ড তথা শিক্ষা কর্তৃপক্ষেরই ভালো জানার কথা। আমাদের বক্তব্য হইল এস এস সি পরীক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্নপত্রে এই ধরনের ভুল বা বিভ্রান্তি কিভাবে ঘটিতে পারে? এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল মহলেরই কি আরো দায়িত্বশীল হওয়া উচিত ছিলো না?

প্রশ্নপত্র অকারণ দুরূহ করিয়া তোলা এবং জটিল প্রশ্ন সন্নিবেশের মধ্য দিয়া নানা সময়ই সমস্যা সৃষ্টি করিতে দেখা যায়। তাহার উপর পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেই যদি এভাবে ভুল বা বিভ্রান্তির অবকাশ থাকে এবং উহা একাধিক ক্ষেত্রে ঘটিতে দেখা যায় তাহা হইলে সুষ্ঠু পরীক্ষা-ব্যবস্থা ও সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষাদানের সুযোগ কতোখানি থাকে সে প্রশ্নটিও না তুলিয়া পারা যায় না। দেশে সর্বাধুনিক মুদ্রণপ্রযুক্তি বিদ্যমান। তাহার পরেও এই ধরনের বিচ্যুতি কিভাবে ঘটিতে পারে তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। যেভাবেই বলা হউক সার্বিক অবস্থাটির মধ্য দিয়া অসাবধানতা ও অবহেলার চিত্রই যে ফুটিয়া ওঠে তাহাও কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নাই। আর ইহাই হইতেছে সবচেয়ে দুঃখজনক। ভুল নির্ণয়ের পরীক্ষাই যদি এভাবে ভুলের দুষ্টান্তে পূর্ণ হয়, প্রশ্নপত্রই যদি হয় ভুলের নিদর্শন, তাহা হইলে পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে মেধা ও যোগ্যতার পরিচয় মিলিবে কিভাবে? সামগ্রিকভাবে আমাদের পরীক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষা-ব্যবস্থা কতোখানি ত্রুটিপূর্ণ ও কোমলমতী ছাত্র-ছাত্রীদের উপর কতোখানি অনাবশ্যক বোঝার মতো তাহাও সম্ভবতঃ কাহারোই অজানা নয়। এসব দিক বিবেচনা করিয়া শিক্ষায় অনগ্রসর একটি দরিদ্র দেশে বাস্তবমুখী শিক্ষাব্যবস্থা ও সুষ্ঠু পরীক্ষাপদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের আরো দায়িত্ব সচেতনতা যে কতো বেশি প্রয়োজন তাহা অধিক উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।